R. N. No. 2532/57

Regd. No. WB/MSD—4

টেলিফোন : ৩৪-১৫৫২
রিপ্রোডাক্সন সিন্ডিকেট
ঝকঝকে ছাপা, পরিষ্কার ব্লক ও সুন্দর ডিজাইন
৭-১, বিধান সরণী, কলিকাতা-৬

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গীয় শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

মণীন্দ্র সাইকেল ষ্টোরস্
রঘুনাথগঞ্জ
হেড অফিস—সদরঘাট *
ব্রাঞ্চ—ফুলতলা
বাজার অপেক্ষা সুলভে সমস্ত প্রকার সাইকেল, রিক্সা স্পেয়ার পার্টস, ক্রয়ের নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান।

৬২শ বর্ষ
৩য় সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ, ২০শে জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ১৩৮২ সাল।
৪ঠা জুন, ১৯৭৫ সাল।

নগদ মূল্য : ১৫ পয়সা
বার্ষিক ৬৲, সডাক ৭৲

বন্যা রোধ ব্যবস্থা বানচাল

চঞ্চল সরকার : ফরাক্কা বাঁধ প্রকল্পের ফীডার ক্যানাল আজ হৃদয়হীন ইনজিনীয়ার আর আমলাতন্ত্রের কৌশলে আশীর্বাদের বদলে হাজার হাজার গ্রামবাসীগণের চোখে বিভীষিকা। কিন্তু কেন? বন্যার জল নিষ্কাশনের কয়েকটি জল-নিকাশী পথ (সংখ্যা দুটি) যার জন্য বেশ কয়েকটি গ্রামের অধিবাসী হন্যে হয়ে মাথা খুঁড়ে মরছেন আজো, কিন্তু মঞ্জুর হলো না। ক্ষতি কি ছিল আর খরচই বা হতো কত? ক্ষতির দিক দিয়ে কিচ্ছু না, বরং উপকারই হোত। আর খরচ? সে হিসেব না ধরাই ভালো। কেন না, রাইট ব্যাঙ্কে কর্মরত ধুলিয়ানের ঠিকাদার কালনেমীর গত বছরের সিডিউলের উপর নিজেদের বখরার জন্য যাঁরা আরো পাঁচ লাখ চড়াতে পারেন তাঁরাই ভালো হিসেব জানেন।

ব্যারাজ এবং মুর্শিদাবাদসহ রাজ্যের সকল কর্তৃপক্ষই জানেন যে, রাজমহল থেকে আগত পাহাড়ী নদী গুমানীর বয়ে আনা বন্যার জলে প্লাবিত হয় ফরাক্কার বিস্তীর্ণ অঞ্চল। প্রাক ফীডার ক্যানাল সময়ে জল খুঁজে নিতো নিজের পথ। জল গঙ্গায় পড়লেই শান্তি। সেই পথ অবরুদ্ধ। গোটা কয়েক 'ইনলেট' যা দেয়া হয়েছে তার কয়েকটি অপেক্ষাকৃত উঁচু জায়গায়। তা সত্ত্বেও মেনে নিয়েছিলেন গ্রামবাসী এবং সেই সাথে দু'জায়গায় আরো দুটি ইনলেটের আবেদন জানিয়েছিলেন তাঁরা। একটি বল্লালপুরে, অপরটি নিশিন্দ্রা গ্রাম সংলগ্ন স্থানে। সে আবেদন দুটি এখনো উপেক্ষিত। বন্যার সময় গ্রামবাসীগণ যখন বিপন্ন হবেন তখন প্রাণের দায়ে তাঁরা যা ব্যবস্থা নেবেন তার ফল হবে মারাত্মক। গ্রামের নাড়ি এখনো টিপতে পারেননি রাজ্যের প্রশাসন, ব্যারাজ এবং দেহলীওয়ালারা। যা জেনেছি সেখানে গিয়ে, তাতে ক্যানালের পার অক্ষত থাকবে না।

গত বন্যায় যখন ফরাক্কার নিশিন্দ্রা, শ্রীমন্তপুর, ঘোড়াইপাড়া, ধর্মডাঙ্গা, বেওয়া, নূতন খেজুরিয়া এবং চণ্ডীপুর গ্রামসহ অপরাপর গ্রাম ডুবে যাচ্ছিল সেই সময় ফীডার ক্যানালের পার কেটে ক্যানালে জল ঢুকিয়ে রক্ষা পায়। আর সেটিই এখন একমাত্র সহজ সরল পথ বন্যার জল নামবার। গ্রামবাসীগণের আবেদন ছিল বরকত চৌধুরী, সাত্তার সাহেব আর ব্যারাজ কর্তৃপক্ষের কাছে নিশিন্দ্রা সংলগ্ন কাটান জায়গায় একটি চার ফোঁকরঅলা ইনলেটের। বল্লালপুরেরও তাই আবেদন। 'নিশ্চয়ই হবে' বলেছিলেন বরকত-সাত্তার আর ব্যারাজের মালিক। হঠাৎ মারচের শেষে দেখা গেল সেই কাটান জায়গা

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

কুকর্ম দমনে পুলিশী নিষ্ক্রিয়তার গুরুতর অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা, রঘুনাথগঞ্জ : ঘণ্টার পর ঘণ্টা লোড শেডিং আর কেরোসিনের সঙ্কটে গ্রাম ও শহরাঞ্চল যখন অন্ধকারে নিমজ্জিত, ঠিক তখনই মহকুমার গ্রামাঞ্চল থেকে ব্যাপক চুরি, ছিনতাই ও রাহাজানির খবর আমাদের কাছে আসতে শুরু করেছে। অভিযোগ এসেছে স্থানীয় পুলিশের বিরুদ্ধে। রঘুনাথগঞ্জ ও জঙ্গিপুর শহরে গত সপ্তাহে বিভিন্ন রাতে অন্ততঃ ৫০/৫৫টি বাড়ীতে চুরি হয়েছে। জরুর, জামুয়ার, কানুপুর প্রভৃতি অঞ্চলে এই চুরির ব্যাপকতা যে কত তার সঠিক হিসেব অনেকেই রাখেন না। ছিনতাই আর রাহাজানির স্বর্গরাজ্য উমরপুর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় দিনের পর দিন ছিনতাই আর রাহাজানির ঘটনা ঘটে চলেছে। সন্ধ্যের পর জাতীয় সড়ক, হিলোড়া, কাঁকুড়িয়ার মোড়, মিঞাপুর, খুড়িপাড়া প্রভৃতি রাস্তা পথচারীদের কাছে বিভীষিকাময়। এই সব কুকর্মের সঙ্গে জড়িত বেশ কয়েকজনের নাম স্থানীয় পুলিশকে জানানো সত্ত্বেও তারা চুপচাপ থেকেছে বলে অভিযোগ। অনেকে এই সমস্ত ঘটনার কথা আর থানায় ইচ্ছে করেই 'কিছুই হবে না জেনে'

—শেষ পৃষ্ঠায় দেখুন

বোনঝি বিক্রীর দায়ে খালা, ছেলে খুনের দায়ে বাপ জেল হাজতে

সাগরদীঘি, ৪ জুন—পক্ষকাল আগে এই থানার ব্রাহ্মণীগ্রামের সুমেরা খাতুন (১৬) ও সুরমা খাতুন (১৩) নাম্নী দুই তরুণীকে চাকরি পাইয়ে দেবার লোভ দেখিয়ে শিলিগুড়িতে বিক্রীর অভিযোগে স্থানীয় পুলিশ গেল শুক্রবার ওই গ্রামেরই সখিনা বিবি (৪৫) ও তার ছেলে মর্জেম সেখকে গ্রেপ্তার করে। অপহৃতা সুমেরা ও সুরমা আত্মীয়তায় মাসি-বোনঝি এবং ধৃতা সখিনা বিবি সুমেরার মাসি বলে প্রকাশ। মা ও ছেলে পুলিশের কাছে নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে। অপহৃতা মাসি-বোনঝির খোঁজ এখনও মেলেনি।

পুলিশীসূত্রে পাওয়া অন্য একটা খবরে প্রকাশ, এই থানার কাবিলপুর গ্রামের লুৎফল হক নামে বোবা-কালা এক যুবকের মৃতদেহ বস্তাবন্দী অবস্থায় লালগোলা থানা এলাকায় ভাগীরথী তীর থেকে উদ্ধার করা হয়। জমি সংক্রান্ত কোন কারণে লুৎফলের বাবা আরসাদ আলি সেখ লুৎফলকে খুন ক'রে বস্তায় পুরে ভাগীরথীতে ভাসিয়ে দেয় এই সন্দেহে পুলিশ তার বাবাকে গ্রেপ্তার করেছে।

ফোন—অরঙ্গাবাদ—৩২
মৃণালিনী বিড়ি ম্যানুফ্যাকচারিং কোং (প্রাঃ) লিঃ
হেড অফিস—অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)
রেজিঃ অফিস—২/এ, রামজী দাস জেঠীয়া লেন, কলিকাতা-৭

সবুজ বিপ্লবের শরিক হ'তে
রাসায়নিক সার ব্যবহার করুন
এফ, সি, আই-এর অনুমোদিত এজেন্ট
ক্ষুদিরাম সাহা
চারুচন্দ্র সাহা
(জেনারেল মার্চেন্টস্ এণ্ড
অর্ডার সাপ্লায়ার্স)
পোঃ ধুলিয়ান, (মুর্শিদাবাদ)

সর্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

২০শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার, সন ১৩৮২ সাল।

বন্‌ধের ফলশ্রুতি

গত ২৮ মে উত্তরবঙ্গের পাঁচটি জেলায় বন্‌ধ পালিত হয়। এই বন্‌ধ ডাকিয়াছিলেন কোন বিরোধী রাজনৈতিক দল নয়, সরকার দলীয় যুব কংগ্রেস ও ছাত্রপরিষদ। উত্তরবঙ্গের সার্বিক উন্নয়নের দাবীতে এই বন্‌ধ স্বদলীয় সরকারী নীতিকে ধিক্কার দিয়াছে।

বন্‌ধের সমর্থক ও বন্‌ধের বিরোধী —উভয় গোষ্ঠীই বন্‌ধের সাফল্য ও ব্যর্থতার ব্যাপারে সমান সোচ্চার হইয়াছেন। তবে সব কিছু ছাপাইয়া আজ তীব্র রূপ লইয়াছে একধারে কেন্দ্রীয় সরকার, কেন্দ্রীয় কংগ্রেস এবং অপর দিকে রাজ্য সরকার ও রাজ্য কংগ্রেসের বিভিন্ন বক্তব্য ও তৎপরতা। বন্‌ধ ব্যর্থ হইলে এতটা মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন হইত কিনা সন্দেহ। এই বন্‌ধের জন্য কেন্দ্রীয় স্তরে যে অসন্তোষ, তাহার কারণস্বরূপ অনেকে মনে করিতেছেন যে, ইহাতে সর্বভারতীয় ব্যাপারে কংগ্রেসের ভাবমূর্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে।

বন্‌ধ বন্ধ রাখিবার জন্য প্রধানমন্ত্রী, কংগ্রেস সভাপতি এবং আরও কেহ কেহ নির্দেশ পাঠাইয়াছিলেন। সেই সব নির্দেশ নাকি যথা সময়ে যুব কংগ্রেস ও ছাত্রপরিষদের নেতৃত্বের নিকট আসে নাই। যখন পৌঁছায়, তখন আর সময় ছিল না। রাজ্য কংগ্রেসের উক্ত দুই প্রধান শরিক স্বদলীয় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের নীতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন কেন্দ্রীয় নিষেধ সত্ত্বেও। এইজন্য কেন্দ্রীয় কংগ্রেস ও কেন্দ্রীয় সরকারের মনে অসন্তোষ জন্মিয়াছে। ক্ষুব্ধ প্রধানমন্ত্রী, ক্ষুব্ধ কংগ্রেস সভাপতি। তাঁহাদের নির্দেশ অমান্য করা হইয়াছে, তাঁহাদের অবজ্ঞা করা হইয়াছে।

সুতরাং বন্‌ধের ফলশ্রুতি লইয়া নানাজন নানা রূপ ধারণা করিতেছেন। রাজ্য সরকার তথা প্রদেশ কংগ্রেসের উপর কেন্দ্রীয় বিরূপতা বর্তাইতে চলিয়াছে। এখন রাজনীতির বিভিন্ন কৌশল প্রযুক্ত হইবে বলিয়া অনেকের ধারণা। হয়ত প্রদেশ কংগ্রেস কিংবা প্রয়োজন হইলে রাজ্য কংগ্রেস সরকারের কিছু কিছু অদল বদল ঘটাইয়া কেন্দ্রীয় নির্দেশ অবহেলার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বিত হইতে পারে। প্রদেশ কংগ্রেস-নেতৃত্বের পালা বদলের পালা শুরু হইয়া গিয়াছে। ইহার জন্য প্রকাশ্যে ও নেপথ্যে যাহা ঘটিয়াছে ও ঘটিতেছে, তাহা কোন কোন ভাগ্যবানের 'ইমেজ' সৃষ্টির সূক্ষ্ম রাজনীতি হওয়া বিচিত্র নয় এবং ইহা আগামী নির্বাচনের প্রস্তুতির একটা দিক হইতে পারে যাহাতে সামগ্রিকভাবে কংগ্রেসের প্রতি জনমনকে আরও বেশী আকৃষ্ট করা যায়।

অবশ্য ইহা স্পষ্ট যে, এই চতুরঙ্গ-সংগ্রামে বাংলার সার্বিক উন্নয়ন ও বাঙ্গালীর দাবীর প্রতিষ্ঠা—যাহার জন্য বিগত বন্‌ধ, তাহা আপাততঃ চাপা পড়িতে পারে। দলীয় ও ব্যক্তিগত রাজনীতি খেল্ খেলিবার অবকাশ পাইয়াছে। রাজ্যের কোন দাবীর ব্যাপারে যতক্ষণ প্রদেশ কংগ্রেসের নীতি ও রাজ্য কংগ্রেস সরকারের নীতি সমসূত্রী না হইতেছে ততক্ষণ কেন্দ্রীয় আনুকূল্য পাওয়া সুকঠিন।

চিঠি-পত্র

(মতামত পত্রলেখকের নিজস্ব)

ফরাক্কায় মৃগশিখাবন?

গত সপ্তাহে জঙ্গিপুর সংবাদে সাংবাদিক সত্যনারায়ণ ভকতের 'ফরাক্কার সভ্যতা ৪ হাজার বছরের পুরাতন' শীর্ষক সংবাদ-কাহিনীটি পড়ে ইতিহাসের পুরানো পাতার একটি লুপ্ত নগরীর কথা বারবার আমার মনে উঁকি মারছে। সেই কারণে দু'একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করে আমার নিজের অভিমত ব্যক্ত করছি। বাংলায় মৌর্য যুগের ধ্বংসস্তূপের উপর সর্বপ্রথম যে রাজ্যটি গড়ে উঠে সেটির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন শ্রীগুপ্ত। শ্রীগুপ্তের রাজধানী কোথায় ছিল, ঐতিহাসিকরা তা আজও সঠিক নির্ধারণ করতে পারেননি। তবে অধিকাংশের মতে এই রাজধানী মুর্শিদাবাদ জেলা ও গৌড় নগরীর সংযোগস্থলে বা গৌড় নগরীতেই অবস্থিত ছিল। শ্রীগুপ্ত তাঁর রাজধানীর সন্নিকটে এক সুদৃশ্য 'দেউল নগরী' নির্মাণ করেন। তারও নিদর্শন আজ আর পাওয়া যায় না। এখন ফরাক্কার সন্নিকটে এই নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হওয়ায় এবং সেই ভূগর্ভে মৌর্য ও মৌর্যোত্তর কালের নিদর্শন পাওয়া যাওয়ায় স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, এই শহরই কি লুপ্ত প্রাচীন দেউলনগরী 'মৃগ-শিখাবন'? কেন না, ফরাক্কা মুর্শিদাবাদ জেলার শেষ প্রান্তে ও গৌড়ের নিকটবর্তী এলাকা, তদুপরি শ্রীগুপ্তের রাজত্বকালে মৌর্য যুগের মুদ্রা (সত্যনারায়ণবাবু তাঁর সংবাদ-কাহিনীতে ৩য় পরিচ্ছদে যার উল্লেখ করেছেন) ও ব্যবহারিক দ্রব্যের নিদর্শন নিশ্চয়ই বর্তমান। কাজেই আমার অনুমান অপ্রাসঙ্গিক নাও হতে পারে। এখন কেবলমাত্র গবেষকদের দ্বারাই এর পরিচিতি উদ্ধার হবে এবং বাংলার প্রাচীন যুগের এক গৌরবময় ইতিহাস অন্ধকার থেকে আলোয় আসবে ভেবেই আমি এ বিষয়ে তাঁদের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

—ঠাকুরদাস শর্মা, রঘুনাথগঞ্জ।

দারিদ্র্যতাই নিরক্ষরতার অন্যতম কারণ

মির্জাপুর, ৪ জুন—স্থানীয় দ্বিজপদ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষকের নেতৃত্বে নবম ও দশম শ্রেণীর ছাত্র-ছাত্রীরা রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদের কর্মশিক্ষা প্রকল্প অনুসরণে গত ২৯ মে পার্শ্ববর্তী গ্রাম খোজারপাড়ায় একটি শিক্ষা-সমীক্ষা চালান। সমীক্ষায় দেখা যায়, ওই গ্রামের মোট জন-সংখ্যার ১০ শতাংশ অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন এবং উপযুক্ত ছেলেমেয়েদের মধ্যে মাত্র ৯ শতাংশ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যায়। এদের বিদ্যালয়ে না যাওয়ার একমাত্র কারণ দারিদ্র্যতা। এরা অনেক নতুন অভিজ্ঞতার কথা সমীক্ষকদের জানিয়েছে। এ ধরণের আরও পরিসংখ্যান গ্রহণে তাঁরা আগ্রহী।

চুপ রও রাজা

—দুর্মুখ

মহারাজ .....
তুম্ বনায়ে পান্থশালা
উঁহা চল্ রহে পাঠশালা।
তিন ক্লাব ঘর চল্ রহে হ্যায়—
চল্ রহে হ্যায় খেলা।
আসমান পর বৈঠ রহা তুম
দেখ্তা ধরতী পর কেয়া।
আঁখোকে পানি গির রহে ক্যাহে
কিস্সে এতনা মায়া॥
তুম্ দান কিয়া পান্থশালা
মেকেঞ্জি কা হল্।
ধ্বংস হো গিয়া সব হি আজ
(ইয়ে) হামারে করম্ ফল॥
দুখ্ করনেসে কেয়া ফয়দা
বদল গিয়া দুনিয়া।
ইন্সান্ নেহি হ্যায় ধরতী পর
(সব) বন গিয়া বেনিয়া।
পয়সা পয়সা স্বপণ দেখ্ রহে
যেত্না রহে ইন্সান্।
বিচারক নেহি দুনিয়া মে
ভাগ্ গিয়া ভগবান॥
চুপ্ রও রাজা, মাত্ দেখো সব
আশু হ্যায় বেকার।
কেয়া ফয়দা পানি ফেক্কে
যাঁহা রক্ষক নেহি সমঝদার॥

প্রণাম জগন্নাথনে

আযা, আযা, আযা ভাইয়োঁ
আযা মেরে সাথ।
ইয়ে মন্দিরমে হ্যায় জগন্নাথ
যিস্কা ঠুঁটা হাত॥
আশপাশ হ্যায় কিত্না পাণ্ডা
সবকো লাগায়া ধাঁধা।
তীরথযাত্রীকো পকেট মারকে
উৎসব কর রহে জাদা॥
তীরথযাত্রীয়োঁ উৎসব দেখ্ কর্
জয়ধ্বনি দেতা এক সাথ।
"জয় হরিহর আশীষ দে মুঝে
জয় জয় জগন্নাথ॥"
"তুম্ দেখায়া এত্না লীলা
কভি না দেখা হাম্নে।
ভগবৎ লীলা কেয়া সমঝেগা
প্রণাম জগন্নাথনে॥"

যাত্রার নামে প্রতারণা

নিজস্ব সংবাদদাতা: সম্প্রতি বোথারা যুব গোষ্ঠীর ঘোষণামত কয়েক হাজার দর্শক চিত্রাভিনেতা জহর রায়কে দেখতে গিয়ে প্রতারিত হন। টিকিট কিনে নির্দিষ্ট দিনে বোথারায় গিয়ে সকলে ফিরে আসেন। এর পর আবার একটা দিন দেওয়া হয়। কিন্তু সেদিনও জহর রায় আসেননি, যাত্রা হয়নি, টিকিটের দাম কেউ ফেরতও পাননি।

কৃষি সংবাদ

মুর্শিদাবাদ জেলার চাষী ভাইদের জানানো হচ্ছে যে, এই জেলায় কিছু কিছু এলাকায় বোরো ধানের "শীষকাটা লেদা" পোকার আক্রমণ দেখা যাচ্ছে। এই পোকা দিনে গাছের গোড়ায় লুকিয়ে থাকে ও রাত্রে শিষ কেটে ক্ষতি করে। এই পোকার আক্রমণ হইতে ফসলকে রক্ষা করার জন্য জমির উপর সতর্ক নজর রাখতে এবং দেখা মাত্র প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

এই পোকা দমনের জন্য নিম্নলিখিত যে কোন একটি ঔষধ প্রয়োগ করুন।

ঔষধের নাম	একর প্রতি পরিমাণ
১। বি, এইচ, সি ১০% গুঁড়া	১৫ কে, জি
২। সেভিন ১০% গুঁড়া	১০ কে, জি
৩। বি, এইচ, সি ৫০% জলে গোলা গুঁড়া	১·৫ কে, জি
৪। সেভিন ৫০% জলে গোলা গুঁড়া	৬০০ গ্রাম
৫। লিনডেন ২০ ই, সি	৬০০ মিলি লিটার
৬। ম্যালাথিয়ন ৫০ ই, সি	৪৫০ মিলি লিটার
৭। নুভান ১০০ ই, সি	১৫০ মিলি লিটার

ক্রমিক নম্বর ১ বা ২ সমান ভাবে জমিতে ছড়িয়ে দিন। ক্রমিক নম্বর ৩ হইতে ৭ যে কোন একটি ৩০০ লিটার জলে মিশিয়ে এমন ভাবে ছিটিয়ে দিন যাতে ঔষধ গাছের গোড়ায় লাগে। বিকাল বেলায় ঔষধ দেওয়ার উপযুক্ত সময়, কারণ পোকাগুলি বিকাল বেলা বেরিয়ে আসে।

মুখ্য কৃষি আধিকারিক
মুর্শিদাবাদ

কম কথায়

নিজস্ব সংবাদদাতা : ধুলিয়ানের খবরে প্রকাশ, সামসেরগঞ্জ থানার তালতলায় জাতীয় সড়কের উপর মাল বোঝাই লরী চাপা পড়ে আট বছর বয়সের এক বালিকার মৃত্যু ঘটে।

রেলের সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত : পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ দু'হাজার সাতশ' চল্লিশ টাকা কুড়ি পয়সা ক্ষতিপূরণ না দেওয়ায় সাগরদীঘির ব্যবসায়ী হীরালাল ভকত আদালতের ডিক্রি নিয়ে ২৫ মে সাগরদীঘি ষ্টেশনের চারটি টেলিফোন এবং দু'টি গোদরেজ আলমারী বাজেয়াপ্ত করেন। ১৯৭৩ সালে ওই ব্যবসায়ীর সমপরিমাণ মাল রেলের হেফাজত থেকে খোয়া যায় এবং ওই বছরই ৩০ নভেম্বর আদালতে ক্ষতিপূরণ দাবি করে রেলের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়।

ডাকাতি : সম্প্রতি সুতী থানার বহুতালী গ্রামে নাজিরুদ্দিন বিশ্বাসের বাড়ীতে একদল সশস্ত্র ডাকাত হানা দিলে বোমা ফাটায় এবং নগদে ও গয়নায় বেশ কিছু টাকা হাতিয়ে নিয়ে চম্পট দেয়।

পটকায় জখম : চকলেট ভ্রমে মাটির তৈরী ক্ষুদে পটকা চিবাতে গিয়ে মালদহের উমা বর্মন নাম্নী জনৈকা সধবা যুবতী সাগরদীঘিতে তাঁর আত্মীয়ের বাড়ীতে সাংঘাতিকভাবে জখম হন। আশংকাজনক অবস্থায় তাঁকে বহরমপুর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

পারিতোষিক বিতরণ : পয়লা জুন রঘুনাথগঞ্জ উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ছাত্রছাত্রীদের বাৎসরিক পারিতোষিক বিতরণ করা হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন রঘুনাথগঞ্জ ১নং উন্নয়ন সংস্থাধিকারিক পরেশচন্দ্র কর।

বিদ্যুৎ বিভ্রাটে বিপর্যয়

নিজস্ব সংবাদদাতা, ধুলিয়ান—বিদ্যুৎ ইঞ্জিনিয়ারদের নিয়মমাফিক কাজের ফলে যে লোডশেডিং হচ্ছে তার, কবলে পড়েছে ধুলিয়ান শহরও। প্রতিদিন বেলা ৩টে ৩-৩০টেয় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে চালু হচ্ছে ৮টা ৮-৩০টায় ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সর্বস্তরের মানুষ। বিড়ি শ্রমিক, কৃষক ও অন্যান্য বৃত্তির শ্রমিক। সারাদিন খেটে সন্ধ্যাবেলায় গম, যব, ভুট্টা কিনে পেষাতে পারছে না। কেরোসিন প্রয়োজন অনুসারে মিলছে না। ফলে লেখাপড়ার দিক দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ছাত্র-ছাত্রীরা। এতে ছোটখাটো শিল্পও মার খাচ্ছে।

Wanted a B.A, F.M. or B.A. with Arabic as one of the combination subjects preferably trained teacher for Jangipur H S. (Multi) School on temporary basis for six months. Scale of pay as per G.A. rules. Please apply to the Secretary within ten days from the publication of this advertisement.

মদনগোপাল মেমানী
এণ্ড ব্রাদার্স
জেনারেল মার্চেণ্টস্ এণ্ড
কমিশন এজেণ্টস্
ধুলিয়ান ॥ মুর্শিদাবাদ
ফোন—১৬

খেতে ভাল ফোন—২৩
★মুক্তা বিড়ি ★ নুরুল বিড়ি
★রেখা বিড়ি
ময়না বিড়ি ওয়ার্কস্
ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ
ট্রানজিট গোডাউন

—সকল প্রকার
ঔষধের জন্য—
নির্ণয় ও নিরাময়
রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

বিড়ির সেরা
অমর স্পেশ্যাল বিড়ি, মন্দির মার্কা বিড়ি
মুর্শিদাবাদ
বিড়ি ফ্যাক্টরী
ধুলিয়ান : মুর্শিদাবাদ

বাড়ী বিক্রয়

রঘুনাথগঞ্জ ফাঁসিতলায় রেজেষ্ট্রি অফিসের উত্তরে উচ্চস্থানে তিন কাঠা জমির উপর আপাত-বাসযোগ্য দক্ষিণ খোলা (স্যানিটারী পায়খানা, স্নানাগারসহ) একতলা পাকা বাড়ী বিক্রয় আছে। রঘুনাথগঞ্জ ১নং বি, ডি, ও অফিসে শ্রীবৈদ্যনাথ চক্রবর্তীর নিকট খোঁজ করুন। —শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী

৯ জন গ্রেপ্তার ও ৯ কুইনটাল চোরাই তড়িৎ তার আটক

রঘুনাথগঞ্জ, ৩ জুন—গত পরশু এবং কাল স্থানীয় পুলিশ দুটি গ্রামে ব্যাপক তল্লাশী চালিয়ে ৯,৬৬৯ টাকা মূল্যের ৮·৭৯ কুইনটাল চোরাই বিদ্যুৎবাহী এ্যালুমিনিয়াম তার উদ্ধার ও আটক করেছে।

প্রকাশ, পরশু দিন এই থানার ভৈরবটোলা গ্রামে কয়েকটি বাড়ী, পুকুর ও মাঠে মাটির নীচ থেকে ৭·৮২ কুঃ তার আটক করা হয়। একটি বাড়ী থেকে তার গলানোর উনুন ও পাত্রও আটক করা হয়। সেই সময় সেখানে তার গলানো হচ্ছিল। এখান থেকে ৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গতকাল এই থানারই আইলের উপর গ্রাম থেকে ৯৭ কেজি তার আটক ও একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এখানেও চোরাই তারগুলি পুকুর ও মাটির নীচে লুকিয়ে রাখা হয়েছিল। চোরাই তড়িৎ তার উদ্ধারের নৈশ অভিযানগুলি চালান রঘুনাথগঞ্জ পুলিশের সাব-ইনস্‌পেকটর প্রমোদরঞ্জন বিশ্বাস।

বন্যা রোধ ব্যবস্থা বানচাল

(১ম পৃষ্ঠার পর)

বিরাট বিরাট যন্ত্রদানব দিয়ে ভরাট করে পার বাঁধান হচ্ছে। বাধা দিলেন গ্রামবাসিগণ। মঞ্জুর হলো দুটি হিউম পাইপ। যেন থুতু দিয়ে চিঁড়ে ভিজানো। বল্লালপুর বাতিল। আত্মতুষ্টিতে ব্যারাজের ইনজিনীয়ারগণ ডগ-মগ। আর বরকত-সাত্তার দূর অস্ত্। তাঁরা তো মালদা আর লালগোলা 'রাজ্য' নিয়ে ব্যস্ত সোনার পশ্চিমবাংলা রূপায়ণে! রোগ যখন ধরা পড়বে, দেখা যাবে 'রোগী ফট'।

কুকর্ম্ম দমনে গুরুতর অভিযোগ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

জানায় না। চুরি ও ছিনতাই-এর শিকার হয়েছেন এ রকম দুজন যুবকের ভাষায়: থানায় যথারীতি এফ আই আর করেছিলাম। চেনা কয়েকজনের নাম জানিয়েছিলাম পুলিশকে। কিন্তু হা-হতোস্মি! 'পাগলে কিনা বলে, ছাগলে কিনা খায়' প্রবাদের মতো পুলিশ শুধু তামাসা দেখেছে। জনৈক গ্রামবাসীর বক্তব্য, কোন নির্দিষ্ট ঘটনা নয়, মহকুমা পুলিশ অফিসার থানার গত এক বছরের এফ আই আর-এর নকলগুলো দেখলে বুঝতে পারবেন পুলিশের অকর্মন্যতা ও অপদার্থতা কত গভীরে। বুঝতে পারবেন মহকুমার কয়েকজন কুখ্যাত ডাকাত মারফৎ 'সোর্স' এর নামে টাকা খেয়ে কিভাবে পুলিশ নিজেদের পকেট ভারী করে চলেছে। তিনি আরো যা বললেন তা প্রকাশ পেলে সেনসারে ধরবে বলে প্রকাশ করা গেল না।

থিন এ্যারারুট ★ ডাইজেসটিভ ★ সবার জন্যই ব্রিটানিয়া

বামাপদ চন্দ্র এ্যাণ্ড সনস্

ব্রিটানিয়া বিস্কুট কোম্পানীর জঙ্গিপুর মহকুমার একমাত্র পরিবেশক।

রঘুনাথগঞ্জ ★ মুর্শিদাবাদ

ফোন : ২৬

নির্মল চিট ফাণ্ড

(প্রাঃ) লিঃ

স্বল্প সঞ্চয়ের বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান

আপনার অল্প অর্থকে সহজভাবে বাড়িয়ে তোলে এবং বিপদে সহজভাবে ঋণ লওয়া যায়।

বিঃ দ্রঃ—বিশদ বিবরণের জন্য স্থানীয় এজেণ্ট অথবা অফিসে যোগাযোগ করুন।

নির্মল চিট ফাণ্ড

প্রাঃ লিঃ

ব্রাঞ্চ—জঙ্গীপুর

জবাকুসুম

তেল মাখা কি ছেড়েই দিলি?

তা কেন, দিনের বেলা তেল মেখে ঘুরে বেড়াতে অনেক সময় অসুবিধা লাগে।

কিন্তু তেল না মেখে চুলের যত্ন নিবি কি করে?

আমি তো দিনের বেলা অসুবিধা হলে রাত্রে শুতে যাবার আগে ভাল করে জবাকুসুম মেখে চুল আঁচড়ে শুই।

জবাকুসুম মাখলে চুল তো ভাল থাকেই ঘুমও ভারী ভাল হয়।

সি. কে. সেন অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস,
কলিকাতা, নিউ দিল্লী

naa-JK-2

—ধূমপানে পরিতৃপ্ত হোন—

★ ৫৬১নং নারায়ণ বিড়ি ★ ৫০৫নং পাঁচকড়ি বিড়ি ★ ১নং প্রভাত বিড়ি

বান্ধব বিড়ি ফ্যাক্টরী (প্রাঃ) লিঃ

পোঃ অরঙ্গাবাদ (মুর্শিদাবাদ)

ফোন—অরঙ্গাবাদ-৪৭

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেস হইতে অনুত্তম পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত মুদ্রিত ও প্রকাশিত।